CAPACITY BUILDING

ভূমিকা

মানব সভ্যতার গোড়া থেকে শুরু হয়েছে প্রকৃতি এবং মানুষের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ। আজ তোমাদের আমি এমন একটা সময়ে এই নোটটা দিতে যাচ্ছি যা খুবই দুর্যোগপূর্ণ সময় বলা যেতে পারে। গত বছরের মতো এখনো যেমন কর্ণাটক চলেছে তেমনি গত বছরের মতো আজকে আরো একটি ভয়ঙ্কর ঝড়ের সম্মুখীন হতে চলেছে তা হল ইয়শ। তোমরা নিশ্চয়ই দেখছো যে করণা থেকে শুরু করে প্রায় সকল রকম দুর্যোগের সাথে মানুষ আফরান লড়াই করছে এবং লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই প্রস্তুতি একটি অঙ্গ হল capacity building যাকে আমরা যেকোন রকম দুর্যোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ব্যবহার করতে পারি।

UNDP এর মতে it is capacity development as the process through which individuals organisations and societies obtain strengthen and maintain the capabilities to set and achieve their own development objectives over time অর্থাৎ capacity building বলতে কোন ব্যক্তি বা সংগঠন অথবা সমাজের এমন একটি সামর্থ্য তথা শক্তির অর্জনকে ইঙ্গিত করে যার মাধ্যমে ব্যক্তি বা সংগঠন বা সমাজ তাদের উন্নতির ধারাকে বজায় রাখতে পারে এবং সেই সাথে সাথে আসন্ন বাধা কি প্রতিরোধ করার মতো ক্ষমতা সৃষ্টি করতে পারে।

UNDP 2005 সালে জাপানের কোবে শহরে disaster risk reduction বা দুর্যোগ সংক্রান্ত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিষয় এ একটি বিশ্ব সম্মেলনের আয়োজন করে যেখানে আগামী 10 বছরে পৃথিবীর বিশেষ করে দরিদ্র ও উন্নতশীল দেশেতে বিভিন্ন দুর্যোগ সম্পর্কে মানুষকে সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং বিভিন্ন স্তরে সম্পর্কিত সংযুক্ত সংগঠনগুলিকে সক্রিয় করে তোলার জন্য আহ্বান করে। এই সম্মেলনে UNDP ঘোষনা করে যে

একথা সত্যি যে দরিদ্র ও উন্নত দেশগুলিতে সরকারি স্তরে সীমাবদ্ধ যোগদান থাকলেও কোনরকম বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং জনক সাধারণের মধ্যে বিভিন্ন দুর্যোগের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতনতা প্রায় শূন্য বলেই ধরে নেয়া যায়। ব্যক্তিগত স্তরে এবং সামাজিক স্তরে জনগণকে যদি সচেতন না করা যায় এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট বা দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতন না করা যায় তাহলে সরকারি যে সীমাবদ্ধ পদক্ষেপগুলি এই সকল দেশে দেখা যায় সেগুলো শুধুমাত্র কাগজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে ।প্রয়োজনের সময় অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে এগুলি প্রয়োগ সম্ভব হবে না।

UNDP sustainable DRR (disaster risk reduction) এই শব্দটি কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়। এই সংস্থার মতে যে কোন দুর্যোগ প্রতিরোধ করার সময় যে পদক্ষেপগুলো নেয়া হবে সেগুলো যেন অবশ্যই পরিবেশবান্ধব হয় তা না হলে পরবর্তীকালে আরো বড় ধরনের বিপর্যয় এর সম্মুখীন হতে হবে। তাই স্থিতিশীল পদ্ধতিতে দুর্যোগ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিম্নলিখিত কিছু অনুমান এর কথা উল্লেখ করা হয়।

1, স্থানীয় স্তরে উদ্ভূত বা সৃষ্ট স্থিতিশীল উন্নয়ন পদ্ধতি DRR এর সাফল্যের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নেয়।

2, DRR কোন নির্দিষ্ট সংস্থা বা পেশাদারী বিষয় বা অংশগ্রহণকারী কোন গোষ্ঠীর দায় নয়। এর সাফল্যের ক্ষেত্রে এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গোটা সমাজকে অংশগ্রহণ করতে হবে।

3, বিভিন্ন কৌশলগত দিক এবং অন্যান্য সমর্থক ও বিকাশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। অর্থাৎ পরিবেশ সংরক্ষণ বা ভূমি সংরক্ষণ প্রভৃতির মত গঠনমূলক বিষয়গুলির সাথে নির্দিষ্ট সংস্থা বা গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দান এবং তাদের সক্রিয় যোগদান বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

4, সবশেষে এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো পরিবেশ সম্পর্কে দায় বদ্ধতা থাকতে হবে সমাজের তথা দেশের প্রতিটি স্তরে বিশেষ করে রাজনৈতিক এবং পরিচালন কত জায়গায় থাকা সকল বিশেষ এবং প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে। এক্ষেত্রে যদি সামান্য ঢিলেমি বা দুর্নীতি বা সমঝোতা হয় তাহলে সকল প্রক্রিয়াটি বিফল হয়ে যাবে।

how to enhance capacity?

এখন আমরা আলোচনা করব যে কিভাবে কোন একটি সমাজ বা দেশ তার দুর্যোগ মোকাবিলা করার ক্যাপাসিটি অর্জন করতে পারে বা তাকে বাড়াতে পারে।

1 spreading awareness প্রথমেই যে বিষয়টি আসে তা হলো সচেতনতা। আমাদের চারপাশে সরকারি এবং বেসরকারি স্তরে নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা থাকলেও সচেতনতার অভাব এর জন্য অনেক সময় সেই সুযোগ আমরা কাজে লাগাতে পারি না যার ফলে দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের সময় লড়াই করার ক্ষমতা আমাদের থাকে না।ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর সাথে সচেতনতা এবং শিক্ষা ও যথেষ্ট পরিমাণে সংযুক্ত। অনেক সময় দেখা যায় যথাযথ সচেতনতার অভাব এর ফলে আমাদের দুর্যোগ আরো বেড়ে যায়। সম্প্রতি একটি রিপোর্টে দেখা গেছে যে ভারতে করোনার সাথে লড়াই করার জন্য যে সকল লাইনার রয়েছে অর্থাৎ ডাক্তার ও নার্স রা তাদের মধ্যে 34 শতাংশ এখনো ভ্যাকসিন নেয়নি। এ বিষয়টি কিন্তু রাজনীতির সাথে জড়িত নয়। এখানে যে বিষয়টি এসে দাঁড়িয়েছে তা হল আস্থা এবং সচেতননেতার অভাব। অনেক ক্ষেত্রেই অত্যাধিক আত্মবিশ্বাস এবং অনেক ক্ষেত্রে ভয় ভ্যাকসিন নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক মানুষকে বাধা দিয়েছে। সুতরাং ডাক্তারদের কাছে সুযোগ থাকলেও বেশকিছু ডাক্তার সেই সুযোগ থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছে, এবং তার ফল হয়েছে মারাত্মক।

2 building sound infrastructure দুর্যোগ ও বিপর্যয় মোকাবিলা করার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামোর থাকা দরকার। প্রতিকূল স্থানে ত্রাণ পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে রাস্তাঘাট অন্যান্য পরিবহন ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। উদাহরণ হিসেবে ঘিঞ্জি কোন পুরো অঞ্চলে বিল্ডিং এ আগুন লেগে যাওয়ার ঘটনাকে বলা যেতে পারে। কলকাতাতে দমকলবাহিনী সক্রিয় থাকলেও সরু গলিতে দ্রুত অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র গুলিকে নিয়ে যাওয়া খুব কঠিন হয়ে পড়ে। তাই এই যন্ত্রগুলি যাতে দ্রুত পৌঁছনো যায় সে ব্যাপারে নিশ্চয়ই পদক্ষেপ নিতে হবে। তোমরা নিশ্চয়ই ডেকেছ যখন প্রথম করো না উপস্থিত হল তখন মানুষের অবস্থা খুবই অসহায় ছিল। যথাসময়ে গিয়েছে মানুষ করোনার সাথে লড়াই করার নতুন নতুন পন্থা ও কৌশল অবলম্বন করছে যাতে করে করো না কে প্রতিরোধ করা যায়। পিপিপি পোশাক থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের ঔষধ, সামাজিক সচেতনতা যেমন দূরত্ব বজায় রাখা মাস্ক পরিধান করা এবং সুষম খাদ্য খাওয়া এই সব কিছুই কিন্তু আমাদের করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োগ হয়েছে। বর্তমানে ভারতবর্ষে কর্নার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ভ্যাকসিনেশনের প্রক্রিয়া চলছে যা প্রার্থী ব্যাহত হচ্ছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কানাডা প্রভৃতি উন্নত দেশগুলি তাদের ভ্যাক্সিনেশন প্রক্রিয়াকে প্রায় সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছে এবং করে চলেছে। ফলে এই সকল দেশে এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াই অনেকটাই মানুষের দিকে গেছে। কিন্তু এই লড়াইয়ে ভারতবর্ষে বর্তমানে পিছিয়ে পড়েছে। পৃথিবীর বৃহত্তম ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক সংস্থা থেকে শুরু করে অন্যান্য পরিকাঠামো ভারতবর্ষের থাকলেও বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যার যোগান দেয়ার ক্ষমতা এখনো সঠিকভাবে ভারতবর্ষে অর্জন করতে পারিনি। এখানেই এসে যায় capacity building এর গুরুত্ব। গোটা জনসংখ্যাকে যথাযথভাবে ভ্যাকসিন আউট করার মত ক্যাপাসিটি এখনো পর্যন্ত ভারতবর্ষের না থাকায় করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এখনো ভারত বর্ষ পিছিয়ে রয়েছে। শুধুমাত্র ভ্যাকসিন উৎপাদন নয় কিভাবে

ভ্যাকসিন উৎপাদন হবে কিভাবে বন্টিত হবে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে এই সকল বিষয়গুলিকে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

3 technological development আধুনিক যুগে প্রযুক্তি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নেয়। উপগ্রহ চিত্র জিআইএস প্রভৃতি প্রযুক্তিগুলি যে কোনো দুর্যোগ বিপর্যয় মোকাবিলার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নেয়। অতীতে আবহাওয়া দপ্তরের বিভিন্ন সর্তকতা গুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বা ভুল প্রমাণিত হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের আবহাওয়া দপ্তর এর ওপরে সেই নির্ভরশীলতা ছিল না আজ আছে। আধুনিক যুগে উপগ্রহ প্রকৃত চিত্র এবং জিআইএস এর ব্যবহার এর মাধ্যমে জলবায়ুতে আবহাওয়ার পূর্বাভাস সঠিকভাবে করা হয় যে সাধারণ মানুষের থেকে নানা ভাবে উপকৃত হয়।ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায় পরিষেবা ভিত্তিক পরিকাঠামো। রেলপথ সড়কপথ এমনকি বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্যোগ এবং বিপর্যয় এর ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নেয়।

4. Loyality in all level এ বিষয়ে উল্লেখ করা দরকার আছে যে সরকারি বা বেসরকারি, ব্যক্তি বা সমাজ যারাই এই বিপর্যয় বা দুর্যোগের সময় যুক্ত থাকে তাদের কিন্তু অবশ্যই এই কাজের ক্ষেত্রে উদার তথা সহানুভূতিশীল হতে হবে।ক্যাপাসিটি বিল্ডিং হলো অনেক বৃহৎ একটি বিষয় যার মধ্যে সমাজ থেকে শুরু করে একজন ব্যক্তি রাজনীতিথেকে শুরু করে সংস্কৃতি এই সকল বিষয়গুলো কিন্তু ঢুকে আছে। তোমরা নিশ্চয়ই জানো করোনার এই সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন ধরনের নির্বাচন হয়ে গেছে এমনকি ধর্মীয় সম্মেলনে হয়ে গেছে। রাজনীতির কূটকচালি মধ্যে না ঢুকে আমরা বলতেই পারি যে এই ধরনের সম্মেলন এই মহামারীর সময় একেবারেই অনুচিত ছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবন বিপদে গেলেও আমাদের দেশের রাজনীতির এমনই সংকীর্ণ যে বৃহত্তর স্বার্থ কে আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা জলাঞ্জলি দিয়ে দেয়। হলি করোনার মত বিশ্বব্যাপী এই মহামারীর সাথে লড়াই করার জন্য যে capacity building এর দরকার ছিল তা আমরা নিতে পারিনি। যার জন্য বর্তমানে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি আমরা হয়েছি। সুতরাং তোমরা বুঝতে পারছ যে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং বিষয়টি শুধুমাত্র কোন প্রযুক্তিগত বা কোন অর্থনৈতিক বিষয় নয় এর সাথে রাজনীতি সংস্কৃতি বিষয়টিও জড়িয়ে রয়েছে।ক্যাপাসিটি বিল্ডিং শুধুমাত্র দেশের সরকারের দায় বদ্ধতা হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এমনকি ব্যক্তিগত স্তরে বিভিন্ন উদ্যোগ বিশেষ ভূমিকা নেয়। আমাদের ভারতবর্ষে সরকারি সংস্থা যেমন NDRF, ভারতীয় সৈন্য এবং আধা সামরিক বাহিনী এর পাশাপাশি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ভারতবর্ষের বিভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া দুর্যোগ বিপর্যয়ের সময় সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

5. preparedness ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে প্রস্তুতি এক বিশেষ ভূমিকা নেয় যে সংগঠন বা যে সমাজ দুর্যোগের ক্ষেত্রে যত বেশি পরিমাণে নিজেদেরকে প্রস্তুত করবে দুর্যোগে লড়াই করার ক্ষমতা তাদের আরো বেশি তৈরি হবে।

6 financial assistance এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই দুর্যোগ মোকাবিলার করার ক্ষেত্রে এবং মানুষের সাহায্য করার ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন আর এই অর্থের যোগান এলে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং তৈরি হয়ে যায় সহজে.অনেক সময় মনে করা হয় যে ক্যাপাসিটি শুধুমাত্র সমাজের উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যেই রয়েছে এবং দরিদ্র মানুষদের দুর্যোগের বা বিপর্যয় এর ক্ষেত্রে লড়াইয়ে ক্যাপাসিটি নেই। কিন্তু বিষয়টি সম্পূর্ণ সঠিক নয়। কারণ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ব্যক্তিগত জ্ঞান এবং সচেতনতার উপর নির্ভর করে। আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষ যদি সচেতন ভাবে জীবন যাপন করে তাহলেও সে দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের সময়

নিজেকে রক্ষা করতে পারে। অন্যদিকে আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল মানুষ তার সচেতনতার অভাবেই দুর্যোগ বিপর্যয় এর সাথে লড়াই করতে পারে না।

Measurenent of capacity

1. Enabling environment এর অর্থ হলো পরিবেশকে সমসাময়িক পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। যেমন বর্তমান পরিস্থিতিতে বায়ুমণ্ডল তথা পরিবেশের সাথে অতিরিক্ত গ্রিনহাউস গ্যাস যুক্ত হওয়া প্রায় অসহনীয় হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় অধিকাংশ দেশ গুলি জ্বালানি দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন পরিবহন জাহাঙ্গীরকে ইলেকট্রিক চালিত করে ফেলেছে। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গুলি কেউ পরিবর্তিত করা হচ্ছে পরিবেশ বান্ধব করার জন্য। এই সকল পদক্ষেপের মাধ্যমে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রা ও কার্যকলাপ যেকোনো ধরনের বিপর্যয় এর ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা নিতে পারে।

2 the organisational level ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর জন্য শুধুমাত্র সরকারি সংগঠনগুলি নয় বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠন (ব্যক্তিগত স্তর থেকে শুরু করে সামাজিক স্তরে) এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নেয়।

3, the individual level মনে রাখতে হবে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বা কোন ব্যক্তির নিজস্ব ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। একজন শিক্ষক তার কাছে থাকা অসংখ্য ছাত্র ছাত্রীদেরকে যেকোনো বিষয়ে সচেতন করা যেমন ক্ষমতা থাকে তেমনি প্রশাসনিক স্তরে খুবই উচ্চ আধিকারিকদের ও তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও সমাজের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নেয়।

ভারতের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি বিল্ডিং

ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো ভারত বর্ষ পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি এবং দ্রুততম নতুন অর্থনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উন্নতশীল দেশ থেকে উন্নত দেশে ত্বরান্বিত হতে গেলে ভারতবর্ষকে যে সকল বিষয়ের উপর নজর দিতে হবে তার মধ্যে অন্যতম হলো দুর্যোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় নিজস্ব ক্যাপাসিটি বিল্ডিং কে আরো সুগঠিত করা। বর্তমানে ভারতবর্ষের বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার সমস্ত লক্ষ্য গিয়ে পড়েছে disaster risk reduction বা DRR এ। বর্তমান ভারতবর্ষের প্রায় 85 শতাংশ স্থান বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ। এরকম একটি দেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কে যে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যেভাবে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বেড়েছে তাতে প্রতিকূল দিক থেকে প্রাকৃতিক স্থান যেমন অরণ্য পাহাড়ের পার্বত্য অঞ্চল মরু অঞ্চলে সকল স্থানে জনবহুল হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় প্রাকৃতিক দিক থেকে প্রতিকূল স্থানগুলিতে থাকা মানুষকে রক্ষা করা এমনকি অপেক্ষাকৃত অনুষ্ঠানে বসবাসকারী অসংখ্য জনবহুল স্থান গুলিকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্য ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ কে সুগঠিত করার কথা বলা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নলিখিত তিনটি পৃথক পৃথক স্তরের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে।

1প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে থাকা national disaster management authority

2বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে থাকা state disaster management authority

এবং

3 জেলা সংগ্রাহক এবং স্থানীয় স্তরে থাকা বিভিন্ন নেতৃত্তের সমন্বয়ে গঠিত district disaster management authority।

এই সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও অসংখ্য আন্তর্জাতিক সংগঠন যেমন , World Health Organisation (WHO)

United Nations development programme(UNDP) প্রভৃতি সংগঠনগুলি বিভিন্ন স্তরে ভারতবর্ষে কাজ করে চলেছে।